সংবাদ।

তারিখ ২৫/৯/৮১ পৃষ্ঠা কলাম

229

100

বরিশাল সরকারী বালিকা বিদ্যালয়

৪মাসেও প্রধান শিক্ষয়িত্রী চার্জ বুঝে পেলেন না

বরিশাল ২২শে সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—বরিশাল সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের (সদর গার্লস স্কুল) প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিসেস রাবেয়া খাতুন প্রায় চার মাস পূর্বে মাদারীপুর বালিকা বিদ্যালয় থেকে বর্তমান পদে যোগদান করলেও আজ পর্যন্ত অফিস এবং হিসাবের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারেন নি। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন কর্ণধার মিসেস খোদেজা বেগম তার বদলির সময় সার্বিক দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিতে পারেননি। অপর দিকে বিদ্যালয়ের কারণিক আবদুর রশীদ দীর্ঘদিন যাবৎ বিনা ছুটিতে বিদ্যালয়ের কাজ করা থেকে বিরত রয়েছে। বিদ্যালয়ের তহবিলের লক্ষাধিক টাকার হিসাবের গরমিল রয়েছে বলে অভিযোগ। খুলনা বিভাগীয় উপ-জনশিক্ষা পরিচালক গত ২৫শে আগস্টের মধ্যে কারণিক আবদুর রশীদ হিসাব প্রদানে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে ইতিপূর্বে হুমকি প্রদান করলেও কার্যতঃ কোন ব্যবস্থা নেননি। সবকিছু মিলিয়ে বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে চরম নৈরাজ্য বিরাজ করছে।

বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত ও অন্যান্য মহলসূত্রে প্রকাশ প্রাক্তন প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিসেস খোদেজা বেগম গত এক যুগ যাবৎ বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষয়িত্রী পদে আসীন ছিলেন। তার কার্যকালের সব সময়টাতেই রশীদ সাহেব কারণিক পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু বাধ সাধলেন জনশিক্ষা পরিচালক তিনি গত ১৪ই এপ্রিল মিসেস খোদেজা বেগমকে বরিশাল প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করে মিসেস রাবেয়া খাতুনকে বর্তমান পদে বদলি করেন। মিসেস খোদেজা বেগম গত ৩০শে এপ্রিল বিকেলে বিদ্যালয়ের প্রবীণতম শিক্ষয়িত্রী মিসেস সাফিয়া বেগমকে বিদ্যালয়ের কয়েকটি সাধারণ চাবি বুঝিয়ে দিয়ে বিদ্যালয় থেকে বিদায় নেন। কিন্তু কারণিক সাহেব অনুপস্থিত থাকার অজুহাতে তিনি তহবিল ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য দায়িত্বভার প্রদান করেননি। নতুন প্রধান শিক্ষয়িত্রী বিগত ৪ঠা মে বিদ্যালয়ে স্বপদে যোগদান করলেও আজ পর্যন্ত শুধুমাত্র বসবার চেয়ার ও একগোছা সাধারণ চাবি ছাড়া আর কিছুরই দায়িত্ব বুঝে পাননি। বিদ্যালয়ের ক্যাশবুক, ব্যাংক একাউন্টের খাতাপত্র ও অন্যান্য খাতের আয়-ব্যয়ের হিসাব এখনও তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয়নি। ফলে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কর্মকর্ম পরিচালনায় বহুবিধ সমস্যা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে বর্তমান প্রধান শিক্ষয়িত্রী বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছে বহু লেখালেখি করলেও কোন ফল পাননি।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে খুলনা বিভাগীয় উপ-জনশিক্ষা পরিচালক ও তার অফিসের অন্য দু একজন কর্মচারী সমস্যাটি সমাধানকল্পে স্কুল অফিসিয়ালী কয়েকবার মিসেস খোদেজা বেগম ও আবদুর রশীদের সাথে বৈঠক করেন। কিন্তু তাতেও কোন ফলোদয় হয়নি। পরস্পরকে দোষারোপের মাধ্যমে বৈঠক শেষ হয়েছে। আরও জানা যায় এ অবস্থার প্রেক্ষিতে উপ-জনশিক্ষা পরিচালক গত ১৫ই আগস্টের ৭০০২ নং স্মারকে প্রেরিত এক চিঠিতে তার ব্যক্তিগত জ্ঞানমতেই বিভিন্ন খাতের ছাব্বিশ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনে কারণিক আবদুর রশীদকে গত ২৫শে আগস্টের মধ্যে বিদ্যালয়ের সার্বিক হিসাব নতুন প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে বুঝিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নতুবা তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করা হবে বলে হুমকিও দিয়েছিলেন। কিন্তু কারণিক সে হুমকির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে বহালতবিয়তেই আছেন। এখানে উল্লেখ্য যে উপ-পরিচালক সাহেব কারণিককে ছাব্বিশ হাজার টাকা আত্মসাতের বিষয় জ্ঞাত থেকেও অজ্ঞাত কারণে ইতিপূর্বে তাকে বিভাগীয় বদলী করার জন্য জনশিক্ষা পরিচালকের নিকট সুপারিশ পাঠিয়েছিলেন।

অভিজ্ঞ মহল মনে করেন যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিদ্যালয়টির বর্তমান হিসাব পরীক্ষা ও পূর্বতন হিসাব সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য যদি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টিম প্রেরণ করেন তবে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাখ লাখ টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কাহিনী খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন এবং বিদ্যালয়টিও বর্তমান অব্যবস্থার হাত থেকে রেহাই পাবে। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অভিভাবক মহল ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগিগণ এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আশু দৃষ্টি কামনা করছেন।